প্রথম আলো

5 SEP 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ৭

আইলাদুর্গত শ্যামনগরে ৩০ হাজার ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবন অনিশ্চিত

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাতক্ষীরা ●

সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলায় ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত ৮৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে তিন মাস পরও কোনো সরকারি সহায়তা দেওয়া হয়নি। ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষার্থীরাও এখন পর্যন্ত বই-খাতা পায়নি। এতে উপজেলার অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠদান কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। সংস্কারের অভাবে অধিকাংশে বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষাও হয়নি। এতে প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

> আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত ৮৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে তিন মাস পরও কোনো সরকারি সহায়তা দেওয়া হয়নি। ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষার্থীরাও এখন পর্যন্ত বই-খাতা পায়নি

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, গত ২৫ মে ঘূর্ণিঝড় আইলার আঘাতে উপজেলার ১২টি ইউনিয়নের ৮৫টি মাধ্যমিক, নিম্ন মাধ্যমিক, মাদ্রাসা ও কলেজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঘূর্ণিঝড়ে বিদ্যালয়গুলোর ১২ হাজার ৪১৮ জন ও মাদ্রাসার ১২ হাজার ৩৭৪ জনসহ প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষার্থীর বই-খাতা নষ্ট হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসক ও জেলা শিক্ষা প্রকৌশলীর দপ্তরে এ পর্যন্ত কয়েক দফা ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীদের তালিকা পাঠানো হয়েছে। কিন্তু তাতে কোনো সাড়া না পেয়ে সর্বশেষ ২৩ জুলাই ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীদের তালিকার সংখ্যা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কাছে পাঠানো হয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ঘূর্ণিঝড় আইলায় শ্যামনগর উপজেলার মুন্সিগঞ্জ, গাবুরা, পদ্মপুকুর, বুড়িগোয়ালিনী, রমজাননগর, ইশ্বরীপুর, কাশিমাড়ি ইউনিয়ন বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে গাবুরা ও পদ্মপুকুর ইউনিয়নের বেড়িবাঁধ এখনো সংস্কার করা হয়নি। এতে এই দুটি ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে জোয়ারের পানি ঢুকছে। এ কারণে অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভবন বা ঘরে পানি ওঠানামা করছে।

গাবুরা দারুস সুন্নাত দাখিল মাদ্রাসার সুপার মাওলানা ইসহাক আলী জানান, মাদ্রাসার মেঝেতে পানি থাকায় দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

তপোবন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রামরঞ্জন বিশ্বাস জানান, আইলার সময় জলোচ্ছ্বাসে বিদ্যালয়ের ৫০টি বেঞ্চ, চেয়ার ও টেবিল ভেসে গেছে। এ কারণে দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা আয়োজন করা সম্ভব হয়নি।

জাহিরনগর সিদ্দিকিয়া দাখিল মাদ্রাসার সুপার আ ফ ম হাবিবুর রহমান জানান, ক্ষতিগ্রস্ত ভবন এখনো সংস্কার করা সম্ভব হয়নি। সুন্দরবন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রশান্ত কুমার বৈদ্য জানান, বিদ্যালয়টি আইলায় সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। এখনো পর্যন্ত সরকারি সাহায্য পাওয়া যায়নি।

বুড়িগোয়ালিনী ফরেস্ট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্রী লাকী পারভিন, গাবুরা দারুস সুন্নাত দাখিল মাদ্রাসার সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী আকরা খাতুন ও পারুল আক্তার জানান, আইলার সময় ঘরে পানি ওঠায় বই-খাতা নষ্ট হয়ে গেছে। এখন মা-বাবার পক্ষে নতুন করে বই কিনে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাই লেখাপড়া বন্ধ রয়েছে।

চাঁদনিমুখো মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তপন কুমার মণ্ডল জানান, গাবুরা, পদ্মপুকুর, বুড়িগোয়ালিনী ও মুন্সিগঞ্জ এলাকার অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর বই-খাতা নষ্ট হয়ে গেছে। নতুন করে সপ্তাহ না করা পর্যন্ত তারা লেখাপড়া শুরু করতে পারবে না। ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্রছাত্রীদের বই-খাতা কিনে দিতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের সহায়তা প্রয়োজন।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আকুল কালাম মনিরুজ্জামান জানান, আইলায় পর থেকে এ পর্যন্ত কয়েক দফা ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীদের তালিকা পাঠানো হয়েছে বিভিন্ন দপ্তরে। কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি।